ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১১৩৬
আগরতলা, ১৫ আগস্ট, ২০১৯

মন্দির আমাদের মনকে বিকশিত করতে সাহায্য করে : মুখ্যমন্ত্রী

মন্দির হচ্ছে একটি ধর্মীয় স্থান। আমাদের জীবনধারাকে সুন্দর করতে এবং মনকে শান্ত ও উদ্বুদ্ধ করতে আমরা মন্দির বা আশ্রমে আসি। মন্দিরে ইষ্ট দেবতার পূজার্চনা করে থাকি। কারণ মন্দির হচ্ছে সেই পবিত্র স্থান যেখানে আমাদের মনকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। আজ স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য লগ্নে বটতলা বাজার সংলগ্ন দশমীঘাট রোডে বটতলা উদ্বাস্তু বাজার ব্যবসায়ীদের নবনির্মিত শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মন্দিরের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার প্রধান কাজ হচ্ছে রাজ্য ও রাষ্ট্রসেবার পাশাপাশি রাজধর্ম পালন করা। বর্তমানে আমাদের রাজধর্ম হচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্লোগান অনুযায়ী সবকা সাথ - সবকা বিকাশ - সবকা বিশ্বাস-এর লক্ষ্যে পৌঁছাতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জনগণের কল্যাণে রাজ্যে যে সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে তা বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শারদোৎসবের প্রাক্কালে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আগরতলা-বিলোনীয়া ও সাব্রুমের মধ্যে ৩ জোড়া ডেমো লোক্যাল ট্রেন যাতায়াত করবে এবং ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ১ জোড়া ট্রেন চালু করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, উদ্বাস্তু শব্দে আমি বিশ্বাসী নই। রাজ্যে বসবাসকারী প্রত্যেককেই উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশীদার হতে হবে। আমরা প্রান্তিক মানুষ পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হিতকামানন্দ মহারাজ। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করে বলেন, স্বামীজি বলতেন ধর্মই হচ্ছে মানুষের জীবনের রক্তপ্রবাহ। অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই মন্দিরের উদ্বোধন হলো। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঠিয়াবাবা আশ্রমের মহন্ত সদানন্দ দাস কাঠিয়াবাবা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের কাউন্সিলার ডালিয়া সিংহরায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাজার কমিটির সম্পাদক সঞ্জীব দাসগুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন বটতলা উদ্বাস্তু বাজার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দুলাল মল্লিক।

*****